# মেহেরবান

মোঃ রাসেল খন্দকার

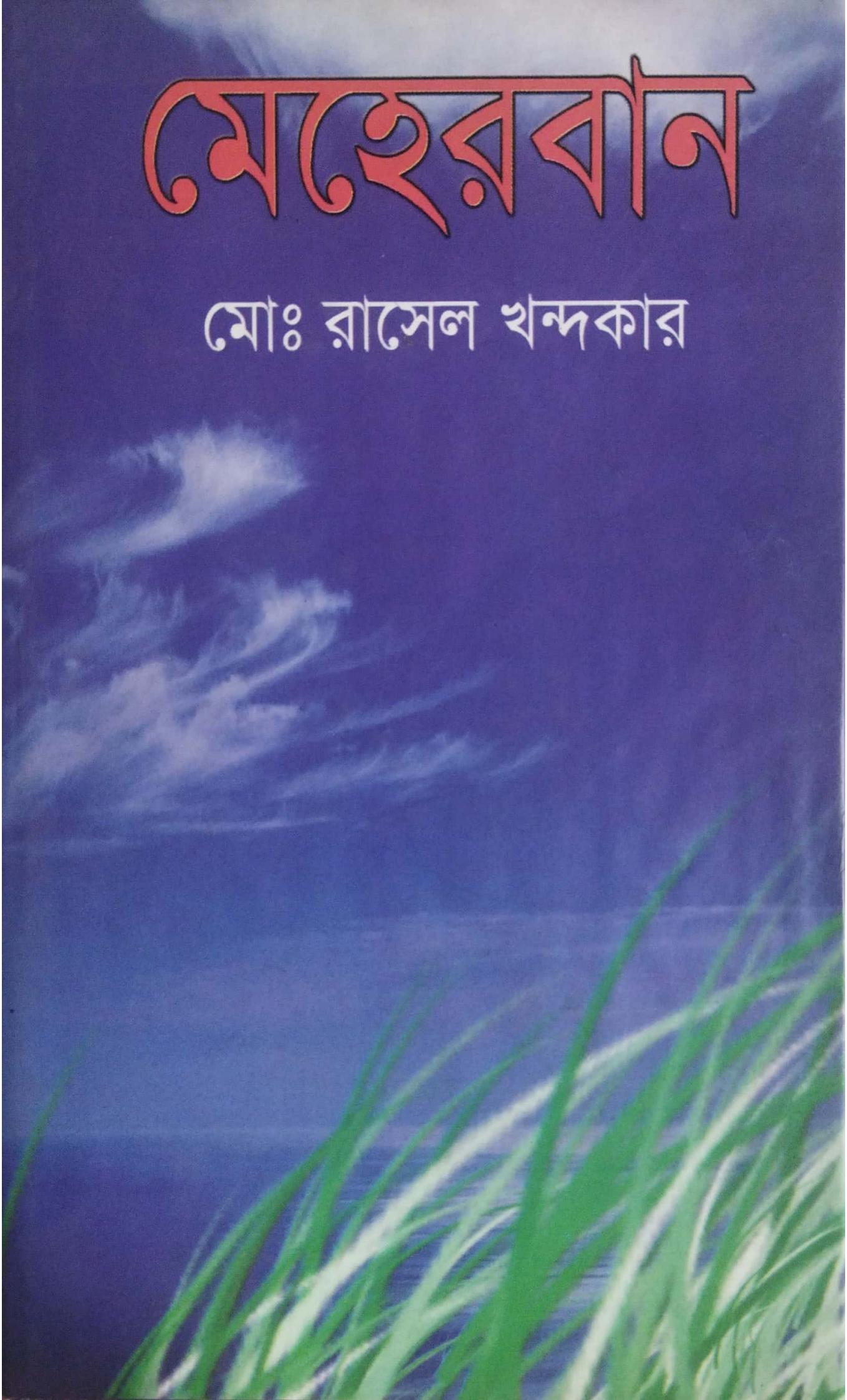

# মেহেরবান

মোঃ রাসেল খন্দকার

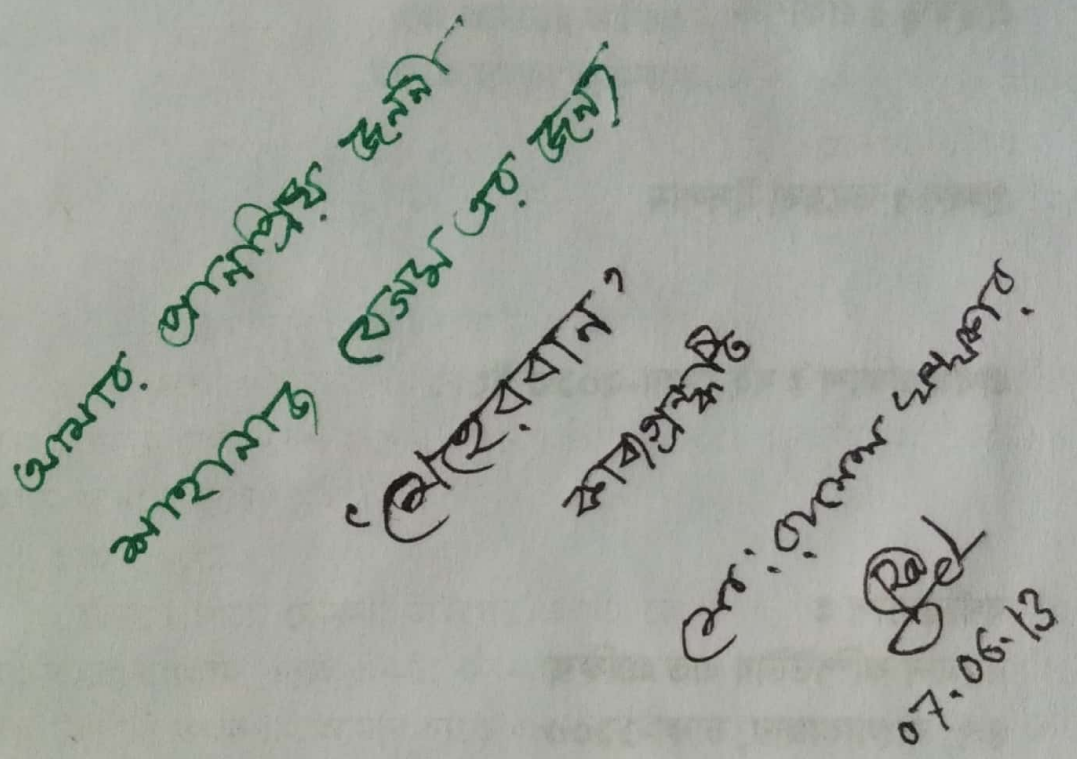


অথৈ প্রকাশ

৩৬, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মাসুদ রাটী
**অথৈ প্রকাশ**
৩৬, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৯১৯৮৩৫৭২৩
০১৭১৮৬৪১৪৫৫

**গ্রন্থস্বত্ব ঃ** প্রকাশক

**প্রচ্ছদ ঃ** তায়েবা ইসলাম

**প্রথম প্রকাশ ঃ** বই মেলা-২০১৩ ইং

**বর্ণবিন্যাস ঃ**
রহমান কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স
৪৭, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১৫৪৫৫৬০৮

**মূল্য ঃ ১১০.০০ টাকা মাত্র**

**মুদ্রণে ঃ**
অথৈ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

# উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয়, প্রাণপ্রিয় মা-বাবা
এবং আদরের ভাগিনা
রওনক হাসান সাকিবকে

## ধন্যবাদান্তে ঃ

অমার বড় বোন রাবেয়া সুলতানা রিয়া,
ছোট ভাই তারেক খন্দকার, দুলাভাই হাফিজুর রহমান
এবং নানী সাজেদা বেগম কে, জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

# কিছু কথা

সম্মানিত পাঠক, পাঠিকাবৃন্ধ আসসালামু আলাইকুম। জানিনা কার মনে কি আশা, কি স্বপ্ন কার হৃদয়ে বেঁধেছে বাসা। কার আঁখি জুড়ে জানিনা কি নেশা, পেতে চায় কে কোন পথের দিশা। যে আশা যে স্বপ্নই মানুষের হৃদয়ে থাকুক না কেন, জীবন কিন্তু বয়ে চলেছে জীবনের মত করে। জীবনের এই চলার পথে সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, সাফল্য ব্যর্থতা, জয় পরাজয় ইত্যাদি প্রতিটি সময়ের জন্য মিশে আছে প্রতিটি মানুষের জীবনে। এত সবের ভিরেও মানুষ এগিয়ে যেতে চায় সামনের দিকে, জানতে চায় এগিয়ে যাবার মন্ত্র, বুঝতে চায় অনেক কিছু। সব বয়সি মানুষের মনেই আছে জানার এবং বোঝার কৌতুহল। আর তাইতো সব বয়সি, সব শ্রেনীর মানুষের জন্য আমার এই মেহেরবান বইটি। আমি চেষ্ঠা করেছি বাস্তব এবং সত্য কথাগুলো কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে। চেষ্ঠা করেছি শিক্ষামূলক, জ্ঞানমূলক, দাওয়াতমূলক কিছু কথা কবিতাগুলোর মধ্যে তুলে ধরতে। ছোট শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধবয়সি লোক পর্যন্ত সকলেই কবিতাগুলো আগ্রহের সাথে পড়তে পারবেন। অনেক যত্নকরে কবিতাগুলো লেখার চেষ্ঠা করেছি, তবুও যদি কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কবিতাগুলো থেকে কেউ যদি কিছু শিখতে পারেন, কিছু বুঝতে পারেন, কিছু জানতে পারেন, কিছু অনুভব করতে পারেন এবং কারো যদি বিন্দু পরিমান হলেও কবিতাগুলো ভালো লাগে তাহলেই হবে আমার লেখার সার্থকতা। সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি আরো ভালো ভালো কবিতা আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি।

কবি ঃ

মোঃ রাসেল খন্দকার

# কবিতা সমুহের সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| মোরা এখন স্বাধীন | ৭ |
| মনুষ্যত্ব | ৮ |
| খোকার অপেক্ষায় | ৯ |
| গর্ভধারিনী | ১০ |
| মরন | ১১ |
| মেহেরবান | ১২ |
| আঁধার | ১৩ |
| কান্না | ১৪/১৫ |
| সুখ | ১৬ |
| সূর্য্য | ১৭ |
| বাংলদেশ | ১৮ |
| অপমান | ১৯ |
| অবিচার | ২০ |
| স্কুল জীবন | ২১ |
| পৃথিবী | ২২/২৩ |
| দেহ | ২৪ |
| নামাজ | ২৫ |
| সংগ্রাম | ২৬ |
| বিবেক | ২৭ |
| ভিক্ষা | ২৮ |
| প্রকৃতি | ২৯/৩০ |
| বিচিত্র মানুষ | ৩১ |
| আশা | ৩২/৩৩ |
| জ্বর | ৩৪ |
| জীবনের ইতি | ৩৫ |
| ইবাদত | ৩৬ |

| | |
|---|---|
| অস্থিরতা | ৩৭ |
| অঝড় বৃষ্টি | ৩৮ |
| Homeland | ৩৯ |
| দিন | ৪০/৪১ |
| ঝড় | ৪২/৪৩ |
| পথ | ৪৪ |
| ব্যবধান | ৪৫ |
| সেতু | ৪৬ |
| সাদাকালো | ৪৭ |
| স্কুল বোট | ৪৮/৪৯ |
| যানবাহন | ৫০ |
| অন্ধকার নীড় | ৫১ |
| বিদায়ী দিন | ৫২ |
| কর্ম | ৫৩/৫৪ |
| বিদায়ী বছর | ৫৫ |
| জন্মদিন | ৫৬/৫৭ |
| নদী | ৫৮ |
| বিপদ | ৫৯ |
| কুয়াশা (সনেট কবিতা) | ৬০ |
| জীবনের ধারা | ৬১ |
| পিতা মাতা ও সন্তান | ৬২/৬৩ |
| ভাললাগা | ৬৪ |
| শৈশব | ৬৫/৬৬ |
| রাত | ৬৭ |
| আদম ও দুনিয়া | ৬৮/৬৯ |
| বৃষ্টি | ৭০ |

# মোরা এখন স্বাধীন

আকাশ ভরা তারা
ইনহনিয়ে যাচ্ছে কারা?
ওরা কি তারা,
দেশ জয় করবে যারা?
শুনেছি দেশ নাকি
স্বাধীন হতে একটু বাকি।
জয় মোদের হবে কি?
নির্ভয়ে পথ চলবো কি?
পাকহানাদারদের জখম করে
শোষন শাসন বন্ধ করে।
লাল সবুজের নিশানটি
উড়াতে মোরা পারবো কি?
অবশেষে রটনা করলাম
অবিশ্বাস ঘটনা।
নতুন করে শুরু করলাম
বাংলাদেশের সূচনা।
মোরা এখন নই পরাধীন
স্বাধীন মোরা, এখন স্বাধীন।

# মনুষ্যত্ব

পাশে রেখে ক্ষুধার্থ
খেওনা কো অন্ন।
গরীব দুঃখি কাউকে
দেখোনাকো ভিন্ন।
বৃক্ষ যেমন মানবের তরে
বিলায় নিজ অস্তিত্ব।
সবার তরে রেখে যেও
তুমিও নিজ কৃত্তিত্ব।
পরের দুঃখে হেসোনা
অনুভব কর নিজে।
তার জায়গায় তুমি হলে
থাকতে যে চোঁখ বুঝে।
হাসিওনা হে মানব
দেখিয়া পরের দুঃখ।
দেখ আগে নিজেরই
আছে কেমন সুখ।
হৃদয় দিয়ে ভালবাসলে
সকল মানুষকে।
বন্ধুর মত ভালবাসবে
খোদা তোমাকে।
বড়াই করোনা মাটি নিয়ে
তুমি নিজে মাটি।
মাটি তোমাকে ছাড়বে না
যদি না হও খাঁটি।
সবার তরে এমন জিনিস
রেখে যেও পারলে।
মরনের পরেও কেউ তোমায়
যেন নাহি ভোলে।

# খোকার অপেক্ষায়

দেশের ডাকে ঘর থেকে
যুদ্ধে যাবার বেলা।
বিদাই চাইল মায়ের কাছে
খোকা সকাল বেলা।
বলল মা যাসনে খোকা
ভয় ওদের পাই।
ওদের মত অস্ত্র শক্তি
তোদের যে নাই।
বলল খোকা হাসতে হাসতে
ভয় পেওনা তাদের।
মোদের মত সাহস বুদ্ধি
নেইতো মা ওদের।
রক্ত দিবো দেশের জন্য
খুশিতে দেব জীবন।
ধন্য হবো দেশের জন্য
হয় যদি মা মরন।
যুদ্ধ করবো লড়াই করবো
স্বাধীন করবো দেশ।
নতুন করে গড়ে তুলবো
সোনার বাংলাদেশ।
আসি মা থেকো ভাল
দেখা হবে বাচঁলে।
কেঁদোনা মা যুদ্ধ থেকে
আমি না ফিরলে।
সেই থেকে মা খোকার আসায়
পথ চেয়ে থাকে।
যুদ্ধ শেষ তবু খোঁজে
শত লোকের ঝাঁকে।
যুদ্ধ শেষে কত যোদ্ধা
ফিরলো হাসি মুখে।
খোকার আসায় অশ্রু ঝরে
মায়ের দুটি চোঁখে।

# গর্ভধারিনী

জন্ম দিতে রেখেছো তুমি, অসীম অবদান
পারবোনা দিতে তোমার, কষ্টের প্রতিদান।
গর্ভ হতে দিয়েছি, শতবর্নের যাতনা
দিয়েছি লাথি মেরে, সীমাহীন বেদনা।
তোমার ব্যথা চিৎকারে, কেঁপে উঠতো ভূমি
শত ব্যথা পেয়েও, রাগ করোনি তুমি।
নাওয়া খাওয়ায় হতো কষ্ট, তবু খেয়েছো
নিজে খেয়ে আমাকে, সুস্থ রেখেছো।
যন্ত্রনাতে করতে ছটফট, তবু সয়েছো
তিব্র ব্যথায় কখনো, কেঁদে দিয়েছো।
চরম এই আর্তনাদেও, ভেবেছো মোরে রত্ন
বাহির থেকে করেছো, যথাসম্ভব যত্ন।
কষ্ট হতো হাঠতে তোমার, হতো কষ্ট বসতে
পারতে না আরাম করে, বিছানাতে সুতে।
কভু যদি মনে হতো, কোন কাজের কথা
করতে না আমায় ভেবে, পাই যদি ব্যথা।
মেনেছো বহু বিধান, আমার ভালোর জন্য
কষ্ট হলেও করেছো, কঠিন বিধান গন্য।
ভেবেছো যতটুকু, নিয়ে নিজেকে
তারো বেশি ভেবেছো, নিয়ে আমাকে।
ভালোবাসো তুমি মোরে, দিয়ে মন প্রান
পারবোনা দিতে তোমার, স্নেহের প্রতিদান।
অমূল্য রতন তুমি, নেই সন্দিহান
তোমার ঋন শোধের, নেই সমাধান।
যতনে রাখিয়া গর্ভে, দেখিয়েছো ধরনী
অসীম ব্যথা সয়েছো, ওগোমোর জননী।
গর্ভকালীন বেদনা, পরান তোমার সয়নি
তবু ভাব ধন্য, হয়ে গর্ভধারিনী।

# মরন

আঁখি মেলে নয়ন ভরে
দেখেছি মায়ার ভুবন।
জানিনা হঠাৎ কখন
এসে যায় মরন।
বুক কাপে যখন শুনি
মরনের নাম।
তাইতো মনে প্রশ্নজাগে
জীবনের কি দাম।
মরন সেতো এক
নদীর ফাটা পাড়।
কখন যেন ভেঙ্গে যায়
সেই নদীর পাড়।
নিত্য নতুন কত কাজ
করি সুন্দর মনে।
সব কাজ মুছে যাবে
কঠিন সেই মরনে।
চোঁখের জলে ভরবে
মধুর আপন-নীড়।
শীতল হয়ে যাবে
আমার সোনার শরীর।
স্মৃতি হয়ে রবো
সবার হৃদয়েতে।
হয়তো কেউ দেখবে
স্বপ্নে গভীর রাতে।
মায়াবী এ ভুবনে
আমি অতিথি পাখি।
নিভে যাবে হঠাৎ
আমার দুটি আঁখি।

# মেহেরবান

ভুবনের সব কিছু তুমি
মোদের করেছো দান।
শুকরিয়া তোমার তরে
হে রহিম রহমান।
পরম দয়ালু তুমি
মোদের করেছো দয়া।
মোদের প্রতি তোমার
আছে অসীম মায়া।
দিয়েছো পাহাড়, সাগর
মিষ্টি ফুলের বাগান।
বৃক্ষ, জল সকলই
তোমার মেহেরবান।
দিয়েছো নদী ভরা
অফুরন্ত জল।
বৃক্ষ ভরে দাও আবার
নানা রকম ফল।
তোমার দেওয়া সূর্য্য
আলোকিত করে ভুবন।
সব কিছু তাইতো
দেখতে পায় নয়ন।
বাঁচার জন্য দিয়েছো তুমি
মধুর শীতল বাতাস।
নিতে পারি তাইতো মোরা
প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস।
জল ভরা মাছ
জমি ভরা ধান।
আছে যত ফসল
সবই তোমার দান।
সিন্ধু, নদী, ঝর্না
আছে যত পানি।
পুষ্প, রতন সকলই
তোমার মেহেরবানী।
সীমাহিন নেয়ামত তুমি
মোদের করেছো দান।
যাবেনা শেষ করা
তোমার গুনগান।

# আধাঁর

এই মায়ার ভুবন
আমি পারবোনা ছাড়তে।
পারবো না আমি একা
আধাঁরে থাকতে।
জীবনের যত চাওয়া
আছে যত আশা।
সবই থাকবে পরে
ছাড়তে হবে বাসা।
প্রিয় কত মুখ
কত আপন স্বজন।
থাকতে কি পারবো?
ছেড়ে মায়ার বাঁধন।
সুন্দর এই পৃথিবীতে
থাকতে স্বাধ জাগে।
খোদাজানে কত দিন
আছে কার ভাগে।
জীবন মানে ছোট্ট মোম
একদিন গলে যাবে।
টাকা পয়সা ধনসম্পদ
সঙ্গে নাহি যাবে।
জীবন থাকতে কত মানুষ
পাশে ছিল যে।
মৃত্যুর পরে সবাই আমায়
ভুলে থাকবে যে।
এমন সময় বিধি আমায়
নিয়ে যেও তুমি।
ন্যাক আমলে পরিপূর্ন
হই যখন আমি।

# কান্না

জন্ম হয় মানুষের
কাঁদিতে কাঁদিতে।
গর্ভ হতে আসে যখন
মায়ের আঁচলেতে।
কান্না দিয়ে শুরু হয়
জীবনের পথ চলা।
ভরে থাকে কান্নায়
জীবন নামের ভেলা।
স্বপ্নের এই দুনিয়ায়
অনেকের নেই ঠিকানা।
হৃদয়টা ঘিরে থাকে
শত রঙ্গের বেদনা।
শত রঙ্গের মানুষ আছে
ভুবন ভরিয়া।
শত রঙ্গের কান্না তেমন
চক্ষু জুড়িয়া।
কেউ কাঁদে কষ্ট পেয়ে
কেউ কষ্ট দিয়ে।
কেউ আবার কান্না
নীরবে যায় সয়ে।
দুঃখ পেয়ে কারো
মন ভেঙ্গে যায়।
কারো আবার দুচোঁখের
জল ঝড়ে যায়।
কেউ কাঁদে নীরবে
মুখে রেখে হাত।
কেউ কাঁদে গভীর
হয় যখন রাত।
কারো কান্নায় চোঁখের জল
অঝর ধারায় ঝড়ে।
বর্ষাকালের পানিতে
মাঠ যেমন ভরে।

নদী ভাঙ্গলে পানিকে
আটকে রাখা যায় না।
কান্না পেলে চোঁখের পাতা
ধরে রাখা যায় না।
নানা রকম যন্ত্রনা
আসে নানা ক্ষনে।
কান্না দিয়ে শান্তনা
পায় কেউ মনে।
কান্না দিয়ে শুরু হয়
মানুষের জীবন।
তেমনি আবার কান্না
বয়ে আনে মরন।
আঁধার ছাড়া যেমন
আলো আসে না।
কান্না ছাড়া তেমন
হাসি আসে না।

# সুখ

একটু সুখ চাই
চাই সুখের নিঃশ্বাস।
আসবে সুখ একদিন
আছে এই বিশ্বাস।
বিচিত্র সব মানুষের
বিচিত্র বর্ণের যাতনা।
সুখ থাকে আড়ালে
দেখা যায় বেদনা।
ক্রমধারায় আসার কথা
হাসির পরে কান্না।
তবু কেন বয়ে যায়
সুধু দুঃখের বন্যা।
সংগ্রামী এই জীবনে
আসবে নানা ব্যর্থতা।
এরই মাঝে লুকায়িত
সকল কাজের সার্থকতা।
জীবনের প্রতি মুহূর্ত
মানুষ সুখে থাকে।
যদি সে সুখকে
অনুভব করে থাকে।
অনেকে বলে হায়
সুখের সময় দ্রুত যায়।
দুঃখটা কেন এত
দেরি করে যায়।
সময় যায় একই ভাবে
দুঃখ সুখ তেমনি।
যে যেমন অনুভব করে
বোঝে সে তেমনি।
দুখের পরে আসবে সুখ
বুঝতে সকলকে হবে।
সুখের আশায় অব্যশই
ধৈর্য ধরতে হবে।
হাসি কান্না মিলেই
হয়ে থাকে জীবন।
তাই তো সারাক্ষন
দুঃখ সুখের আবরন।
সময় কাটুক যেমনি
ভেবে নেব সুখ।
সারাক্ষন হাসি খুশি
থাকে যেন মুখ।

# সূর্য্য

সাঝেঁর বেলায় উঠে তুমি
আলোকিত কর ভুবনকে।
রোদেলা আকাশ নীলদিয়ে
মুগ্ধ কর সবাইকে।
সমস্ত আলো তোমায় ঘিরে
তুমি সব শক্তির মূল।
তোমায় পেয়ে বেড়েওঠে
সৃষ্টির সব বৃক্ষ মূল।
রাত্রি কাটে অন্ধকারে
তোমায় দেখার আশায়।
তোমার রোদের ঝলক দেখে
মাঝি তরী ভাসায়।
তোমায় দেখে লাঙ্গল হাতে
চাষী মাঠে যায়।
তোমার আলোয় একা বসে
বাউল গান গায়।
তোমার মাঝে আছে কি
ভেবে তো না পাই।
আশ্বর্য প্রদীপ তুমি
আজ বুঝে যাই।
তুমি অসীম অতুলনীয়
তোমায় পেয়ে মোরা ধন্য।
বেঁচে আছি পৃথিবীতে
তোমার আলোরই জন্য।

# বাংলাদেশ

তোমার তরে জন্ম নিয়ে
ধন্য আমার জীবন।
তোমার আঁচলে মাথা রেখে
দেখেছি মায়ার ভুবন।
তুমি আমার অনুপ্রেরণা
মায়ের অলংকার।
তুমি আমার চেতনা
গর্ব অহংকার।
পাখির ডাকে নদীর স্রোতে
তুমি আছো বেশ।
অপরূপা রূপসী তুমি
আমার বাংলাদেশ।
এত সুন্দর দৃশ্য দেখে
হৃদয় ভরে যায়।
মন যেন বারে বার
প্রাণ ফিরে পায়।
চারিদিকে কোলাহল
বৃক্ষগুলো সবুজ।
বাউলের গানের সুর
মন করে অবুঝ।
মায়ের ভাষায় গান গেয়ে
মাঝি তরী ভাসায়।
আপন মনে একা বসে
রাখাল বাঁশি বাজায়।
শিল্পীর ছবি, কবির কবিতায়
তোমার প্রশংসার নাই শেষ।
সব কিছু তোমায় ঘিরে
তুমি আমার সোনার বাংলাদেশ।

# অপমান

নিষ্ঠুর ঐ শাসকরা
দেয়নি মোদের সম্মান।
শাসনের নামে শোষণ
আর করেছে অপমান।
পশ্চিম থেকে করতো আদেশ
সেজে ওরা রাজা।
করতো মোদের উপদেশ
মোরা যেন প্রজা।
সাদাসিদে বাঙালী মোরা
করিনি কোন প্রতিদান।
নিঃশব্দে করে গেছি
অবুঝ জমির আবাদ।
অন্যায় আর অত্যাচারে
দেশটা গেছে ভরে।
ভেবেছে ওরা ভুবন থেকে
সত্য গেছে মরে।
অত্যাচারের মাত্রা ওরা
হঠাৎ গেলো ছাড়িয়ে।
ঐক্য বাঙালী আন্দোলনের
হাতত্ত দিল বাড়িয়ে।
প্রতিবাদ আর মিছিলে
দেশটা গেল ভরে।
থাকতে নারাজ বাঙালিরা
পাকহানাদারদের তরে।
প্রতিবাদের সুর ওঠেছে
নিরীহ মানুষের মুখে।
স্বাধীন দেশের স্বপ্ন ভাসে
সকল বাঙালীর চোঁখে।
জয়ের নেশায় বিভোর হয়ে
নামলো সবাই পথে।
বুদ্ধি সাহস বিশ্বাস
আছে তাদের সাথে।
দুঃসাহসি বাঙালি তারা
নেই কোন ভয়।
অবশেষে করলো তারা
আপন ভূমি জয়।

# অবিচার

সুন্দর এই দুনিয়াতে
মানুষ যত আসে।
অন্যায় আর অবিচারে
কেউ থাকে মিশে।
বিনা দোষে আঘাত করে
একে অন্যের মনে।
করতে পারে না প্রতিবাদ
দুর্বল সবলের শনে।
শক্তি এবং জোর
বেশি আছে যার।
অন্যায় করেও সে
জিতে বারে বার।
ধনিরা কিনে নেয়
অর্থ দিয়ে সম্মান।
দুবর্লকে করে তারা
কিছু হলেই অপমান।
কিছু হলেই ধনিরা
আঘাত করে গরিবকে।
অসহায়দের শোষণ করে
বড় ভাবে নিজেকে।
মানুষকে দেওয়ার মত
অর্থ আছে যার।
অন্যায় করলেও থাকে
পক্ষে সকলে তার।
দরিদ্র লোকের ইজ্জতের
মূল্য কেউ দেয় না।
ন্যায্য কথার প্রাপ্য
গরিব কখনো পায় না।
শাসনের নামে শোষণ করে
গরিবের উপড় ধনিরা।
নানা ভাবে গরিবকে
ঠকিয়ে থাকে তারা।
অর্থ এবং পৃথিবীকে
বড় ভাবে যারা।
পরোকালে কঠিন শাস্তি
পেতে পারে তারা।

# স্কুল জীবন

অপূর্ব লাগতো ভুবন
রঙ্গিন থাকতো নয়ন।
চঞ্চল ছিল মন
ছিল যখন, স্কুল জীবন।
বন্ধু ছিল পাখি
নিষ্পাপ ছিল আখি।
উদাস প্রান মন
ভাবনাহীন প্রতিক্ষন।
কৌতুহল ছিল প্রাণে
সুর ছিল গানে।
স্বপ্ন রঙ্গিন সুতোয়
পৃথিবী হাতের মুঠোয়।
বন্ধু ছিল শত
সুই সুতোর মত।
ভাসতাম একই স্রোতে
হাটতাম একই পথে।
স্কুল বন্ধ যখন
ভাললাগেনি তখন।
সারাক্ষন ভাবতো মন
খুলবে স্কুল কখন।
স্কুল মাঠের খেলা ধুলা
যাবেনা কখনো ভোলা।
ছুটোছুটি মাঠ জুড়ে
আনন্দ মন ভরে।
গুরুজন করতো আদেশ
পরিবার দিতো উপদেশ।
চারিদিক জুড়ে শাসন
চাপ ছিল ভীষন।
শত চাপের মাঝেও
শাসন বাড়নের ভিরেও।
প্রাণে ছিল সুখ
হাসিতে ছিল মুখ।
আনন্দের সেই দিন
আসবেনা কোন দিন।
শাসনের মিষ্টি বেদনা
বাকী জীবনে পাবোনা।

# পৃথিবী

সীমানাহীন তার সীমানা
চোঁখে দেখা যায় না।
হৃদয় দিয়ে বিশালতা
অনুভব করা যায়না।
একপ্রান্ত থেকে তার
দেখা যায়না অপর প্রান্ত।
দৃষ্টির সীমানা জুড়ে
সুধু নীল দিগন্ত।
সাগর, নদী, ঝর্না, মোহনা
আছো মত পাথর।
সব কিছু বিশাল এই
পৃথিবীর ভিতর।
চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গগন
আছে রাতের আঁধার।
আরো আছে ভুবন জুড়ে
শত শত পাহাড়।
নদী নালার পানিতে
আলো দেয় সূর্য্য।
ফুটে উঠে ভুবনের
প্রকৃত সৌন্দর্য।
চারিদিক জুড়ে যখন
বয়ে যায় ফাগুন।
বেড়ে যায় ভুবনের
সৌন্দর্য্য দ্বিগুন।
যে দিকে যতটা দূর
যেখানে চোঁখ যায়।
ভুবনের রূপের মায়ায়
মন হারিয়ে যায়।
সবুজ পাতার বাতাস এসে
গাঁ ছুয়ে যায়।
ভুবনকে অবুঝ হৃদয়
সুধু দেখে যায়।

পৃথিবীর চার ভাগের
তিন ভাগ পানি।
ধ্বংস হবে পৃথিবী
এক দিন জানি।
ভুবন জুড়ে মানুষের
দেখি কত বাহানা।
অন্যায় আর অবিচার
হৃদয় আমার সয় না।
শেষ করা যাবে না
ভুবনের রূপের বর্ননা।
মায়াময়ী রূপ তার
মেন রূপসী অনন্যা।
স্বপ্নের এই পৃথিবীতে
আলো আঁধারের খেলা।
এরই মাঝে ভেসে যায়
জীবন নামের ভেলা।

# দেহ

সুন্দর এই দেহের
করি কত যত্ন।
তুলনা নেই তার
মনে হয় রত্ন।
বৃক্ষকে আঘাত করে
দেই কত যাতনা।
দেহকে আঘাত দিলে
মন কেন সয় না।
দেহটা যে মাটির
সবাই তো ভাবেনা।
পচে যাবে একদিন
সবাই তো বোঝেনা।
দেহের এই রহস্য
কেউ তো জানেনা।
তৈরী করতে দেহ
মানুষ তো পারে না।
দেহ নিয়ে বড়াই
আল্লাহ্ সয় না।
সৌন্দর্য দেহের
চিরদিন রয় না।
দেহ দ্বারা কত কাজ
করি প্রতিদিন।
মিশে যাবে মাটির সাথে
সেতো একদিন।
দেহ দ্বারা কেউ করে
মানুষের উপকার।
কেউ করে আবার
মানুষের অপকার।
দুনিয়া জুড়ে দেহ দ্বারা
আসে কত মঙ্গল।
তেমনি আবার ঘটে যায়
কতনা অমঙ্গল।
দেহের সাথে কোন কিছুর
হয়নাতো সামিল।
একটির সাথে অন্যটির
থাকে নাতো মিল।
সুন্দর এই দেহ
চিরদিন রবে না।
দেহ হবে মাটি
কখনো ভুলনা।

# নামাজ

পড়িতে হবে নামাজ, ভক্তি সহকারে
সময়মত পড় নামাজ, বলি যে সবারে।
বান্দার কাছে প্রভুর, নামাজ একটি দাবি
নামাজকে বলেছেন তিনি, বেহেস্তেরই চাবি।
যেতে হলে বেহেস্তে, নামাজ কর আদায়
গুনা পাপের কাজকে, কর তুমি বিদায়।
নিদ্রা থেকে জেগে উঠে, রেখে সকল কাজ
আদায় করিতে হবে, ফজরের নামাজ।
ঘুম যেন কভু, বাঁধা না হয়
নামাজ পড়ে কর, ঘুমের বাঁধা জয়।
যেখানেই রবে তুমি, হলে দুপুর বেলা
পড় জোহরের নামাজ, করোনা অবহেলা।
সকল কর্ম দূরে ফেলে, ফেলে সকল খেলা
আছরের নামাজ পড়, হলে বিকেল বেলা।
সন্ধ্যা লগ্নে হয় শুরু, মাগরীবেরই নামাজ
দ্রুত যাও মসজিদে, রেখে সকল কাজ।
আঁধার ঘেরা নিশিতে, রেখে সকল নেশা
মসজিদে গিয়ে দ্রুত, নামাজ পড় এশা।
আজান হলে দ্রুত গিয়ে, নামাজ আদায় কর
সকল বেলার নামাজ, জামাতে আদায় কর।
রোদ, ঝড়, বৃষ্টি, কাদা, সকল বাধা সয়ে
আদায় কর নামাজ, মসজিদেতে গিয়ে।
ইচ্ছে করে করোনা, নামাজ কাজা কভু
থাকুক যত কাজ, নামাজ পরো তবু।

# সংগ্রাম

শিশু থেকে বৃদ্ধ
বাঁচে করে সংগ্রাম।
স্রোতের ন্যায় জীবনে
তেমনি থাকে বিশ্রাম।
দোলনার অবুঝ শিশু
কেঁদে পায় অন্ন।
শেষ বয়সী বৃদ্ধও
আয় করে পণ্য।
পৃথিবীর সকল মানুষ
সংগ্রামে আছে মিশে।
দুঃখ সুখ ব্যর্থতা
থাকে তারি পাশে।
কিশোর বয়সী শিশুদের
লেখাপড়ায় যায় দিন।
কষ্টে খোলা রাস্তায়
কারো কাটে দিন।
তরুন যুবক বালকেরা
ব্যস্ত নানা কাজে।
বিভিন্ন সংগ্রামী চেতনা
থাকে তাদের মাঝে।
দিন মজুরী পেটের দায়ে
কঠিন কাজ করে।
মাথার ঘাম যে তার
পায়ে ঝড়ে পরে।
চাকুরীজীবির দিন কাটে
ব্যস্ততায় প্রতিদিন।
জীবন সংগ্রামে পরিশ্রম
করে সীমাহিন।
মাঝি তাঁতি শ্রমিকদের
সংগ্রামের নাই শেষ।
জীবন চলার পথে
থাকে দুঃখের আবেশ।
এমনি করে জড়িয়ে
থাকবে সংগ্রাম।
বয়ে চলবে জীবনের
ভেলা অবিরাম।

# বিবেগ

ঘৃনা করে আমায় যে
ভালবাসি তাকে।
ঘৃনার আড়ালে ভালবাসা
লুকিয়ে থাকে।
শত্রু ভাবে আমায় যে
বন্ধু ভাবি তাকে।
শত্রুতার মাঝেই বন্ধুত্ব
প্রকাশ পেয়ে থাকে।
মন্দ বলে আমায় যে
ভাল বলি তাকে।
মন্দের পিঠে ভাল
লেখা হয়ে থাকে।
নিন্দা করে আমায় যে
নিন্দা করিনা তাকে।
হয়তোবা অন্য কেউ
নিন্দা করে তাকে।
তুচ্ছ করে আমায় যে
তুচ্ছ করিনা তাকে।
হয়তোবা অন্য কেউ
তুচ্ছ করে তাকে।
অন্যায় করিনা কভু
দেই না প্রশ্রয়।
অত্যাচার করি না কভু
মানিনা সংশয়।

# ভিক্ষা

ভোর হল দিন এল
নতুন দিন সবার।
আমার ডাক এলো
অন্ন খুজঁতে যাবার।
অন্ন যা পাই ভিক্ষা করে
সারাটা বেলা।
তার চেয়ে বেশি পেলাম
মানুষের অবহেলা।
দুই বেলা না খেয়ে
এক বেলা খাই।
মনে মনে মরনের
প্রহর গুনে যাই।
মানুষের লাথি খেয়ে
বাড়ি ফিরি বিকেলে।
চোঁখ ভিজিয়ে কেঁদে ভাবি
এই কি ছিল কপালে।
অর্থ থাকতে কেউ আমাদের
সাহায্যতো করে না।
বিধান থাকতে গরীবদের
দেখেও কেউ দেখে না।
ইবাদত করতে পাঠিয়েছেন
খোদা সবাইকে।
দুনিয়ার লোভ ঘিরে রাখে
তবু মানুষকে।
এই দুনিয়া কিছু না
সবাই কেন বোঝে না।
ক্ষনিকের জন্য আছি
মন তবু মানে না।

# প্রকৃতি

বিধাতার সৃষ্টি প্রকৃতি
অপরূপ তুলনাহীনা।
সীমাহিন সৌন্দর্যের অধিকারি
যেন রূপের অনন্ন্যা।
যে দিকে দুচোঁখ যায়
যেখানে যত দূর।
অপূর্ব লাগে সবই
মনে হয় স্বপ্নপুর।
শিশির ভেজা ভোর দেখে
জুড়ায় মন প্রাণ।
শোনা যায় চারিদিকে
পাখিদের জয়গান।
চারিদিক জুড়ে আছে
সবুজ আর সবুজ।
তাই দেখে উদাস মন
হয়ে যায় অবুঝ।
নদীর নৌকার ঢেউয়ের তালে
মন নেচে উঠে।
হৃদয় ফুলের বাগানে তখন
সুখের গোলাপ ফোটে।
এক সাথে গেয়ে যখন
পাখিরা উড়ে যায়।
মন আমার সীমানাহীন
দূরে ভেসে যায়।
বৃক্ষ পাতার বাতাশ যখন
গাঁ ছুয়ে যায়।
অন্তর আমার অদ্ভূত এক
স্বপ্নের রাজ্যে হারায়।
দিগন্ত জুড়ে বসে
নানা রঙ্গের মেলা।
এই মেঘ এই বৃষ্টি
করে নানা খেলা।

বিকেল বেলায় পৃথিবী
হয়ে যায় চঞ্চল।
দিন শেষে ক্লান্ত মন
হয়ে যায় অচল।
লাবন্য ময় প্রকৃতির
ভাললাগে সবি
তারি প্রেমে পরে কেউ
হয়ে যায় কবি।
অপরূপা প্রকৃতির সৌন্দর্য
রবে চিরদিন অম্লান।
মায়ময় প্রকৃতির সবই
বিধাতার মেহেরবান।
দুনিয়ার শুরু থেকে
যেমন ছিল প্রকৃতি।
থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত
তেমনি তার আকৃতি।

# বিচিত্র মানুষ

শত রঙ্গের মানুষ আছে
ভুবন জুড়িয়া।
কতকিছু দেখে মন
চক্ষু মেলিয়া।
হস্ত আঙ্গুল যেমনি
সমান হয় না।
তেমনি সবার জীবন
এক হয় না।
কারো জীবন কেটে যায়
শুধু হতাশায়।
কারো দিন চলে যায়
স্বপ্নেরই ভেলায়।
কারো মন জুড়ে রয়
উত্তপ্ত বালুর চর।
কারো হৃদয় ভেঙ্গে হয়
শক্ত কঠিন পাথর।
কেউ কেউ বেঁচে থাকে
আশার ভেলায় চরে।
কষ্ট পেলেও সুখ ভাবে
কেউ মনের জোড়ে।
শত বাধা এসে থাকে
জীবন চলার পথে।
পারি দিতে হবে তা
কঠিন ধৈর্যর সাথে।
নয়ন ঘুরাইয়া মন ভরিয়া
দেখা যায় দৃশ্য।
সুখটাকে যায়না দেখে
সেতো হায় অদৃশ্য।
ছুঁয়ে যাবে নিজেকে
যখন পরাজয়।
বাঁধবে বুক আশায়
হবেই হবে জয়।
নদীর স্রোতে পানি যেমন
দূরে চলে যায়।
সময় স্রোতে জীবন তেমন
শেষ প্রান্তে হারায়।

# আশা

ধরনীর বুকে যারা
বেঁধেছে আপন বাসা।
সকলেরই মনে আছে
কিছুনা কিছু আশা।
পানি ছাড়া যেমন
মাছ বাঁচে না।
আশা ছাড়া তেমন
মানুষ বাঁচে না।
ব্যর্থতা ছুয়ে যায়
যখন মানুষকে।
চেয়ে থাকে অপলকে
আশারই দিকে।
বাঁধা ছাড়া যদিও
জীবন চলে না।
অবুঝ হৃদয় তবুও
আশা ছাড়ে না।
ঝড় হলে ভাঙ্গে যখন
বাবুই পাখির বাসা।
গড়বে সে আবার নীড়
মনে এই আশা।
ভিক্ষারি স্বপ্ন দেখে
থাকবে না তার অভাব।
বদলে যাবে তার
দৈনন্দিন এ স্বভাব।
দিন মজুরি আশায় থাকে
ধনি সে হবে।
অভাবের জাল থেকে
মুক্তি সে পাবে।
জাল ফেলে নদীতে
জেলে মাছের আশায়।
নিয়ে যাবে জুড়ি ভরে
মাছ সে বাসায়।

আশা আছে বলেই
মানুষ বেঁচে আছে।
আশা ছাড়া জীবনের
সবকিছু মিছে।
আশার ভেলায় চরতে পারে
দুনিয়ার সবাই।
পাড়ে উঠতে পারে না
তেমনিতো সবাই।
কৃষকের নয়ন জুড়ে
স্বপ্ন থাকে ঘিরে।
অনেক ফসল সে
নিয়ে যারে নিড়ে।
অদ্ভুত এক শব্দ
যার নাম আশা।
থাকে সকলের হৃদয়ে
অবুঝ এই নেশা।

# জ্বর

লাগেনা ভালো কিছু
অস্থিরতা মন ভর।
অদ্ভুত লাগে সবই
আসে যখন জ্বর।
অবাক লাগে চারিদিক
ব্যথা করে মাথা।
শরীর থাকে গরম
বন্ধ হয় কথা।
দুর্বল হয় দেহ
নিস্তেজ প্রাণ মন।
ক্লান্তি ক্লান্তি ভাব
মনে হয় প্রতিক্ষন।
নানা রকম খাদ্য
খেতে তখন মানা।
আপন হয় তখন
কাথা বিছানা।
শারিরিক দুর্বলতায়
হয় ছোট চোঁখ।
কম খাদ্য খাওয়ায়
মলিন হয় মুখ।
দুর্বল দেহ দ্বারা
কাজ চলে না।
দুর্বলকে কেউতো
কাছে টানে না।
কে কেমন ভালবাসে
বোঝা যায় তখন।
বাধা বিপদ পেরিয়ে
কে করে আপন।
বন্ধু বান্ধব কেউ তখন
থাকে নাতো পাশে।
শত করুন অবস্থায়ও
বাবা মা থাকে মিশে।
অসুখ হয় কখন কার
বলা যায় না।
কখনোতো সে জানান
দিয়ে আসে না।
বাধ বিপত্তি অসুখে
হয়ে থাকে জীবন।
কারো আবার অসুখে
হয়ে থাকে মরন।

# জীবনের ইতি

একদিন হঠাৎ করে
যাব আমি মরে।
দেহ আমার চলে যাবে
অন্ধকার কবরে।
করোনা কান্নাকাটি
কেউ কাউকে ধরে।
দিও সবাই মাটি
দুটি হাত ভরে।
আঁখি কোনে অশ্রু কভু
রাখিওনা জমা।
আছে যত ভুল ত্রুটি
করে দিও ক্ষমা।
পাতলা নরম তুলা দিও
নাকেরও ভিতরে।
স্নান করাই মোরে
যতনও করে।
আনিও সাদা কাপড়
আমার দেহের মাপে।
সাজিয়ে দিও আমায়
অন্য এক রূপে।
পালকিতে উঠাইও মোরে
অতি যত্ন করে।
আদর করে রাখিও
অন্ধকার কবরে।
স্মৃতি ঘেরা অ্যলবামে
রেখে দিও মোরে।
কল্পনার আঁখিতে আমায়
দেখ মন ভরে।
থাকবোনা আমি তখন
রয়ে যাব স্মৃতি।
ঘটে যাবে আমার
জীবনের ইতি।

# ইবাদত

ধরনীর তটে, নাই কোন সুখ
বিধির বিধানে, আছে উত্তম সুখ।
ভুবন জুড়ে নিষ্ঠুরতা
আছে ছলনা।
বিধির সৃষ্টি জগতের
নেই তুলনা।
দুনিয়া জুড়ে অন্যায়
আছে পাপের জঙ্গল।
ইবাদতে আছে শান্তি
নেই বিশৃঙ্খল।
জীবনের যত দুঃখ, আছে যত ব্যর্থতা
ইসলামে সব দূর হবে, থাকবে শুধু পূর্ণতা।
ধ্বংস হবে পৃথিবী
মরবে সকল প্রান।
ধ্বংস হবেনা মসজিদ
বাঁচবে কোরআন।
বিশাল এই পৃথিবীতে
আছে যত পানি।
সবকিছু দয়ালু
খোদার মেহেরবানী।
ইসলাম মহান ইসলাম শ্রেষ্ট
ইসলাম উত্তম ধর্ম।
মানব বোঝে মুসলিম বোঝে
ইসলামের সঠিক মর্ম।

# অস্থিরতা

সুখ নাহি পাই আমি
দিবা কিংবা রজনী।
প্রতিক্ষন ছটফটে জ্বলে
অবুঝ এই পরান খানি।
প্রীতি ব্যথা হাসি কান্না
সবই আছে জীবনে।
তবু কেন শত চিন্তা
ভির করে রয় মনে।
ভাবি অনেক পেয়েছি
তাইতো কিছু চাইনি।
তবু কেন মনে হয়
অনেক কিছু পাইনি।
এখন যা লাগে ভালো
খানিক বাদে লাগে না।
কেন যে এমন হয়
ভেবে কিছু পাই না।
চারিদিকে সবই আছে
তবু যেন শুন্যাতা।
উন্মাদ হয়ে খুঁজে বেড়াই
কোথায় আছে পূর্ণতা।
আঁখি জুড়ে স্বপ্ন
হৃদয় জুড়ে প্রেরণা।
তবু কেন মনেতে
সুখ খুঁজে পাই না।
কষ্টগুলো হয় বক্তা
মনটা হয় স্রোতা।
আমায় ঘিরে অবিরাম
বয়ে চলে অস্থিরতা।

# অঝর বৃষ্টি

অঝর ধারায় ঝড়ছে, বিরতিহীন বৃষ্টি
প্রকৃতির সকল রূপ, লাগছে ভারি মিষ্টি।
মাঠ, পথে হচ্ছে, জলাশয়ের সৃষ্টি
অপরূপ এই বৈচিত্র, কেড়ে নেয় দৃষ্টি।
বৃষ্টির দিনে শিশুরা, আনন্দেতে ভিজে
আসে যদি বৃষ্টি, বিকেল কিংবা সাঁঝে।
বৃক্ষ, পাতা, ঘাস, লতা, ভেজে বৃষ্টির জলে
নীড়ের দিকে ছুটে যায়, পাখিরা সব দলে।
সামলাতে পারেনা লোভ, কেউ বৃষ্টি দেখে
তৃপ্ত হয় তখন, বৃষ্টির জল মেখে।
চলার পথে কেউ, এমনি ভিজে যায়
জল থেকে আবার কেউ, দৌড়ে পালাতে চায়।
পরে বৃষ্টি সকল প্রান্তে, উপর কিংবা নিচে
জমে গেলে পানি কোথাও, সরায় কেউ সেচে।
অদ্ভুত আওয়াজ ঘড়ের চালে, হয় বৃষ্টি যখন
অন্য রকম অনুভূতি, মনে জাগে তখন।
বৃষ্টিতে ঘর থেকে, যায়না বের হওয়া
বের হলে তবু কেউ, পায় বৃষ্টির ছোঁয়া।
আছে যত প্রতিষ্ঠান, ছুটি যদি হয়
বৃষ্টিতে সবাই তখন, আটকা পরে রয়।
এইতো অঝড় বৃষ্টি, কভু যদি ঝড়ে
নানাজন নানারকম, বিপদেতে পড়ে।
কারো আবার লাগে ভালো, কভু বৃষ্টি এলে
কেউ আবার স্নান করে, ভিজে বৃষ্টির জলে।

# Homeland

True our Liberty
Pure our Land.
Free our Horizon
Its our Homeland.
We Have Many River
Nice our Countrys Weather.
Green our Field And Tree
Natural Beauty We Are See.
Nice Nature We Are Find
Enjoy it our Mind.
Rivers Is More Agreeable
Language Is Very Simple.
Long our Seabeach in the World
We Are Liberal in the World.
Our Countrys Everywhere More Beautiful
Every People is Very Helpful.
Beautiful our Motherland
We Love our Homeland.

# দিন

প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গে
পাখিদের গান শুনে।
রাত পরিণত হয়
নতুন একটি দিনে।
আঁধার পেরিয়ে হলো
জমজমাট আলো।
সকলে নিজ নিজ
কাজে নেমে গেলো।
একটু একটু করে
বয়ে যায় বেলা।
চোঁখে পরে ভুবনের
নানা রঙ্গের খেলা।
এমনি করে বয়ে যায়
প্রতিটি দিন।
শেষ হবে অবশ্যই
রাত দিন একদিন।
সকাল পেরিয়ে হলো
সুন্দর একটি দুপুর।
পৃথিবী জুড়ে তখন
সোনালী রোদ্দুর।
মাঠ, পথ জড়িয়ে থাকে
রোদের জোয়ারে।
সূর্য্য মামা থাকে তখন
মাথার উপড়ে।
একটু করে সূর্য্যের আলো
আপন মনে হারায়।
আস্তে আস্তে রোদের ঝলক
দূরে ভেসে যায়।
দুপুর পেরিয়ে আসে
সুন্দর একটি বিকাল।
রোদহীন পৃথিবী
মনে হয় সকাল।

বিকেলের হিমেল হাওয়া
মন করে উদাশ।
অপরূপা হয় তখন
ঐ বিশাল আকাশ।
শেষ বিকেলের আলোয়
পৃথিবী হয় শান্ত।
আঁধার ছুঁয়ে যেতে থাকে
পৃথিবীর সকল প্রান্ত।
বিকেল পেরিয়ে যখন
সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।
পৃথিবী জুড়ে আঁধার
আপন হয়ে মিশে।
জোনাকি জলে মিট মিট
রাত হয় নীরব।
কোলাহল মুক্ত চারিদিক
ছড়িয়ে থাকে সৌরভ।
রাত যত গভীর হয়
দিন তত নিকটে আসে।
নীরবতা জুড়ে থাকে
পৃথিবীর চার পাশে।
আঁধারের পর আসবে
সুন্দর একটি সকাল।
এমনি হছে আদিবাহিত
কালের পর কাল।

# ঝড়

তীব্র আলোয় রোদ যখন
থাকে মাথায় উপড়।
সবার মনে প্রত্যাশা তখন
আসবে কখন ঝড়।
ফসলের জন্য মানুষ
দেখে কত স্বপ্ন।
ঝর হলেই হবে এবার
অনেক বেশি পণ্য।
যে ঝড়ের আশায় মানুষ
করে শত কল্পনা।
বাড়িঘর ভেঙ্গে সে
দিয়ে যায় যন্ত্রনা।
ঝড় যেমন এনে দেয়
কারো সুখের নিঃশ্বাস।
তেমনি আবার করে যায়
কারো সর্বনাশ।
দুঃখ সুখের জীবনে
থাকে কত যাতনা।
ঝড় আবার বয়ে আনে
ধ্বংসের কত বেদনা।
ঝড় যেমন হয়ে থাকে
কারো সুখের কারন।
তেমনি আবার হয়ে থাকে
কারো দুঃখের কারন।
ঝড়ের রাতে কেউ থাকে
বিশাল অট্টালিকায়।
কারো আবার রাত কাটে
কষ্টে খোলা রাস্তায়।
সুখ সবার জীবনে
চিরদিন সয় না।
মানুষও দুনিয়াতে
চিরদিন রয়না।

আকাশে মেঘের ডাক
হঠাৎ নদীর ভাঙ্গন।
পাখিদের ছুটো ছুটি
সবই ঝাড়ের কারন।
কখন যে আসবে ঝর
কেউ তো জানেনা।
মানুষের শত বাধা
ঝড়তো মানে না।
এমনিভাবে বয়ে যাবে
ঝড় চিরদিন।
স্থায়িত্ব হবে তার
হয়তো কিছু দিন।

# পথ

একাকি একলা মনে
হাঠছে পথিক বনে বনে।
বৃক্ষ, লতা, বৃহঙ্গের মাঝে
আপন গৃহের পথের খোঁজে।
খুঁজিতে খুঁজিতে পথিক ক্লান্ত হয়ে যায়
পথের ঠিকানা সে নাহি খুঁজে পায়।
অবুঝ পথিক বুঝিতে না পায়
পথের সন্ধান যে তার পেছনেতে হায়।
পথখুঁজে পেয়েও পথিক নাহি চিনিলো
ক্লান্ত মনে পথ সে খুঁজিতে থাকিলো।
পথের ধারে দিয়ে হেটে সে য়ায়
তবুতো পথ সে দেখিতে না পায়।
রঙ্গিন ছবি জুড়ে আছে পথিকের চোঁখে
ভুবন প্রেমে ভরে আছে পথিকের বুকে।
ধরনীর রূপেতে হয়েছে পথিক অন্ধ
তাইতো পথিক সঠিক পথ দেখিতে পায় বন্ধ।
এই পথ পায় খুঁজে সুধুই তারা
খোদার দেওয়া বিধান মানছে যারা।
এই পৃথিবী ক্ষনিকের স্থায়ী পরোকাল
থাকতে হবে সেখানে সবাইকে চিরকাল।

# ব্যবধান

তুমি মানুষ আমি মানুষ
নেই কোন সন্দিহান।
তুমি ছাত্র আমি শ্রমিক
তবু কত ব্যবধান।
সুখের ছাঁয়ায় থাকো তুমি
কর লেখাপড়া।
আমার জীবনে কেন
শত কষ্টে ভরা।
যখন তুমি স্কুলে
কর মধুর টিফিন।
পরিশ্রমে চেহারা মোর
হয় তখন মলিন।
অন্নচিন্তা নেই তোমার
আছো মহা সুখে।
মধুমাখা চাঁদের হাসি
থাকে তোমার মুখে।
অন্ন নেশায় পরিশ্রমে
যায় মোর বেলা।
ছন্নছাড়া জীবনে মোর
আলো আঁধারের খেলা।
যাবে তুমি স্কুলে
ঘুমাও এই ভেবে।
আমি ভাবি আবারো
কর্মে যেতে হবে।
ভবিষ্যতের চিন্তা তোমার
অনেক দূর যাবে।
আমি ভাবি এভাবেই
জীবন বুঝি কাটবে।
সব মানুষের জীবনেই
থাকে পরিশ্রম।
তবুওতো জীবন গুলো
হয় ব্যতিক্রম।

# সেতু

খুটি কম কোনোটির
কোনোটির আবার বেশি।
তার উপড়ে মানব গাড়ি
চলে দিবা নিশি।
উপড় থেকে যায় দেখা
স্বচ্ছ নদীর পানি।
চতুর্পাশের দৃশ্য দেখে
জুড়ায় পরানখানি।
নদীর জলে যায় দেখা
ছোট্ট মানর তরী!
মাঝির বৈঠার ব্যস্ততা
লাগে মিষ্টি ভারি।
যায় বহু লঞ্চ জাহাজ
যায় স্টিমার।
আরো যায় কচুরিপানা
নীচ দিয়ে তার।
দিবা নিশি ছুটে চলে
শত রঙ্গের গাড়ি।
তার ভিতরে যায় চরে
কত পুরুষ নারী
সেতু থেকে যায় দেখা
ঐ বিশাল আকাশ।
ছুঁয়ে যায় আপন দেহ
মধুর শীতল বাতাস।
রজনীতে চোঁখে পরে
সেতুর মাঝে আলো।
আঁধারেতে কৃত্তিম আলো
লাগে ভীষন ভালো।
চতুর্পাশের জন জীবন
দেখা যায় চোঁখে।
সেতু দিয়ে যায় হেটে
কেউ আবার সখে।
কেউ আসে দেখিতে
কেউ অহেতু।
জলের উপড় দাড়ানো
এরই নাম সেতু।

# সাদা কালো

কি সাদা
কি কালো।
হয় যদি ঘাঁটি
তবেই ভালো।
বন্ধ করিলে বাতি
সবই যে আঁধার।
কালো সাদা আঁধারেতে
হয় একাকার।
যেমনি হয় রং
সাদা কি কালো।
আঁধারের মাঝে সবই
দেখায় যে কালো।
করা হয় পরশ
যদি আঁখি বুঝে।
কেমন তার রং
পাবেনা কেউ খুঁজে।

নয়ন বুঝে করা হলে
পরশ কারো দেহ।
কলো সাদা হওক যেমন
বুঝবে নাতো কেহ।
চোঁখের দেখায় কালো সাদা
লাগে ব্যতিক্রম।
পরশের অনুভুতি
সেতো একই রকম।
তাইতো বলে মন
নেই ব্যবধান।
সাদা কি কালো
দুটোই সমান।

# স্কুল বোট

সময় হলে আসে ঘাটে, নেয় মোদের তুলে
মোদের নিয়ে স্কুলে, যায় সে চলে।
ছুটি হলে স্কুল, চলে সে আসে
সকলকে নিয়ে আবার বাড়ির পথে ভাসে।
দোতলা এই বোটে, উঠে ছাত্র ছাত্রী
উপর জুড়ে ছাত্র, নিচে থাকে ছাত্রী।
বোটে উঠে অনেকেই, কতমজা করি
কেউ আবার নীরবে, বই খুলে পড়ি।
কেউ আবার গায় গান, কেউ বলে কথা
আওয়াজ শুনে আবার কারো, ধরে যায় মাথা।
বিধান আছে ছেলেদের, উপর তলায় থাকতে
চলে আসে নিচে, কেউ মজা করতে।
আসে যদি কখনো, হঠাৎ বৃষ্টি চলে
উপরের সবাই তখন, নিচে যায় চলে।
ওপাড়েতে স্কুল মোদের, নদী মাঝখানে
বাড়ি আসতে তাইতো, পারিনা টিফিনে।
বই নিয়ে আসতাম মোরা, পরীক্ষারত্ত দিনে
বোটের ভিতর নীরবে, পড়তাম মনেমনে।
এমন সুখে স্কুলে, যায় কজনে
মোরা ছাড়া কে আছে, বিধাতাই জানে।
ভোরের মিষ্টি আলোয়ে, যাই স্কুলে
ছুটি হলে আসি মোরা, শেষ বিকেলে।
যাওয়ার পথে দেহমন, থাকে এক রকম
ফেরার পথে ক্লান্ততায়, হয় অন্য রকম।
বোট যখন পাড়েতে, আলতো করে ভিড়ে
সকলের দেহ তখন, যায় একটু নড়ে।
উপর থেকে লাফ দিয়ে, কেউ নেমে যায়
ফাঁকা হলে আবার কেউ, নীরবে নামতে চায়।
ছুটি হলে স্কুল, বোট আসে যখন
তারাস্থরো করে সবাই, বোটে উঠি তখন।
শেষ বিকেলে বোট যখন, বাড়ির পথে ভাসে
শান্তনদে নীরবতা, থাকে তখন মিশে।

কত যে হয় মজা, শেষ হবেনা বলে
স্বপ্নের এই স্কুল যাত্রা, যাবনাতো ভুলে।
অনেকে গেছে চলে, অনেকে চলে যাবে
নতুন করে অনেকে, বোটের যাত্রী হবে।
হাই স্কুল হলে শেষ, বোট হবে ইতি
রয়ে যাবে তবু হায়, কত মধুর স্মৃতি।
মধুময় এই স্মৃতিগুলো, পারবোনা ভুলতে
চির দিনই থাকবে জানি, সকলের স্মৃতিতে।

# যানবাহন

হওক যত দূর
মাইল কিংবা গজ।
দূর দূরান্তের পথ
করে সে সহজ।
প্রতিক্ষনি থাকে সে
ব্যস্ত মানুষের মাঝে।
করে মানুষের উপকার
নিশি কিংবা সাঁঝে।
দিবা রাতি বহু মানুষ
তার ভিতরে চরে।
কেউ যায় কর্মস্থলে
কেউ যায় নীড়ে।
কেউ যায় খুব দূরে
কেউ খুব কাছে।
গন্তব্যে পৌছলে সব
ক্লান্তি যায় মুছে।
নানা ভাবে কাটে টিকিট
আছে যত যাত্রী।
কারো আবার ফিরতে
হয়ে যায় রাত্রি।
যানবাহনে চরে মানুষ
পায় কত উপকার।
দুর্ঘটনা কখনো আবার
করে থাকে অপকার।
স্টিশনে থামে সে
নামে অনেক যাত্রি।
তুলে নেয় আবার
নতুন কিছু যাত্রী।
এমনি করে কেটে যায়
তার সারা বেলা।
ছুটোছুটি যেন তার
নিত্য দিনের খেলা।

# অন্ধকার নীড়

চলে যাব একদিন
মায়ার ভুবন ছেড়ে।
আলো বাতাসহীন
অন্ধকার নীড়ে।
অজানা সেই ঘরে
মাটি হবে বিছানা।
বন্ধু বান্ধব আত্নীয়
কেউ পাশে রবে না।
আপন বলে কাউকে
তখন কাছে পাবোনা।
আমার শত চিৎকার
কেউ তখন শুনবেনা।
চিরচেনা মুখগুলো
হয়ে যাবে পর।
রাখবেনা আমার মনে
কেউতো জীবন ভর।
রয়ে যাবে পৃথিবীতে
আমার স্মৃতি আলপনা।
শত মানুষের ভিরে
আমি শুধু রব না।

# বিদায়ী দিন

প্রতি ভোরে উঠে ভাবি
এলো নতুন দিন।
চলে গেলো জীবন থেকে
আরো একটি দিন।
একটি করে দিন যে
ছেড়ে চলে যায়।
চলে যাওয়া দিন কেউ
ফিরে নাহি পায়।
একটি একটি দিন দিয়ে
ঘেরা এই জীবন।
দিনগুলো ফুরিয়ে গেলে
আসবে জানি মরন।
সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়িয়ে
আসে ক লো রাত।
দিন রাত শেষ হয়ে
হয় মিষ্টি প্রভাত।
এমনি করে দিনগুলো
জীবনকে দেয় বিদায়।
ফুরিয়ে যাওয়ার এই খেলা
কজন বোঝে হায়।
পুব আকাশে সূর্য্য উঠে
পশ্চিমে নেয় বিদায়।
এমনি করে সময় গুলো
ইতি হয়ে যায়।
সপ্তাহ থেকে দিন কভু
শেষ হয় না।
হয় শেষ জীবন থেকে
কেন বোঝ না।
দিনের পর দিন আসে
থেমে থাকে না।
ব্যস্ত এই দিনকে
থামানো যায় না।
এমনি করে চলবে
দিনের পথ চলা।
ডুবে যাবে একদিন
জীবনেরই ভেলা।

# কর্ম

কর্মকে কভু যেন
করোনা অবহেলা।
তাহলে যে ভেসে যাবে
সাফল্যের ভেলা।
ইচ্ছে করে কোন কাজ
রেখোনাকো ফেলে।
পরে তা করে নিও
যদি যাও ভুলে।
কর্মের মাঝে নিহিত
মানব জাতির উন্নতি।
অবহেলিত কর্ম আবার
বয়ে আনে অবননি।
করতে হবে কর্ম
পরিশ্রমের সাথে।
যেতে হবে এগিয়ে
সাফল্যের পথে।
ব্যর্থতা যদি আসে
কভু কখনো।
বুঝবে সাফল্য এখানেই
আছে লুকোনো।
অলসতা কভু এলে
ছুড়ে ফেলতে হবে।
নইলে যে সফলতা
দূরে চলে যাবে।
সুখ আনে কর্ম
রাখতে হবে স্বরন।
তাইতো কর্মের শ্রম
করতে হবে বরণ।
বাসতে হবে ভালো
আছে যত কর্ম।
বুঝতে হবে কর্মের
পরিপূর্ন মর্ম।

কর্মকে যেন কেউ
পায় নাকো ভয়।
করতে হবে কর্মকে
শ্রম দিয়ে জয়।
সফলতা আনে কর্ম
আরো আনে সুখ।
এনে দেয় উজ্জল
হাসি মাখা মুখ।
ফাঁকি দিলে কর্ম
ক্ষতি নিজের হয়।
রাখতে হবে মনে
এই সত্যের ভয়।
কর্ম হয় যেমনি
করে সবাই বরণ।
পার হয় কর্মে
মানুষের জীবন।

# বিদায়ী বছর

একে একে বছর যে
ছেড়ে চলে যায়।
পাবোনা সেই বছর
যে নিয়েছে বিদায়।
অতীতের কর্ম সময়
হয়ে গেছে ইতি।
রয়ে গেছে তবু কত
মধুমাখা স্মৃতি।
দেবেনা অতীত কেউ
যদি চাই ভিক্ষা।
নিতে পারি এখান থেকে
বিদায়ের-ই শিক্ষা।
হাসি কান্না দুঃখ সুখে
বছর গেছে চলে।
গড়বো নতুন বছর গুলো
সব ব্যথা ভুলে।
ভুল যা ছিল তা
করে নেব ঠিক।
ভুলে যাব সমস্ত
পরাজয়ের দিক।
আসবে যেমন সময়
তেমনি চলে যাবে।
ধরে রাখতে তাকে
কেউ নাহি পারবে।
বয়ে চলে আপন মনে
সময়ের ভেলা।
একটু একটু করে তাই
কেটে যায় বেলা।
বিদায় নেওয়া বছর গুলো
হয়তো ফিরে পাবোনা।
প্রাপ্তি হয়ে রবে সুধু
কিছু স্মৃতি আলপনা।
যেভাবেই কাটে বছর
ভেবে নেবো সুখ।
দিবা নিশি হাসিতে
থাকে যেন সুখে।

# জন্মদিন

আবছা নীল দিগন্ত
ফুটেছে ফুল অনন্ত
মায়াবী সবুজ পাহাড়।
এমন একটি দিনে
অপূর্ব এক ক্ষনে
জন্ম হয়েছে তোমার।
জন্মেছো যে দিন
ধন্য সে দিন
ধন্য সেই ক্ষন।
তোমায় পেয়ে
মুগ্ধ হয়ে
দেখেছে সবার নয়ন।
আলো হয়ে এসেছো
দৃষ্টি সবার কেরেছে
আলো করেছো ঘর।
যখন তুমি এলে
আঁধার গেল চলে
বইলো খুশির ঝড়।
তোমার জন্ম লগনে
সকল হৃদয় গগনে
সুখের সূর্য্য হাসে।
সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া
সুখের এই হাওয়া
বাতাসে যেন ভাসে।
প্রকৃতি গগন হায়
জানালো যে তোমায়
মিষ্টি অভ্যর্থনা।
সকলে মিলে
হৃদয়টা খুলে
জানায় প্রার্থনা।

জন্ম লগনে যেমন
থেকো তুমি তেমন
পবিত্রতায় পুরো জীবন।
আপন হস্ত সেবায়
দিয়ে ভালোবাসায়
আলোকিত করো ভুবন।
সুন্দর একটি জীবন
করবে তুমি বরণ
এই মোদের আশা।
যাবে সঠিক পথে
চলবে ভালোর সাথে
এইতো প্রত্যাশা।
সুখে থেকো জীবনভর
বেঁচে থেকে হাজার বছর
এই শুভ প্রার্থনা।
এমন সুখ হায়
জড়িয়ে রাখুক তোমায়
নেই যার সীমানা।
জানাই শুভ কামনা
পূরন হওক বাসনা
বাজুক খুশির বীন।
এমন প্রকটি দিনে
এসেছিলে ভুবনে
আজ তোমার জন্মদিন।

# নদী

কিছু জল আবদ্ধ, নির্দিষ্ট সীমানায়
কিছু জল বয়ে যায়, দূর অজানায়।
এঁকেবেঁকে বয়ে চলে নদীর জল
সীমানাহীন অপার, পানিতে অটল।
একটির সাথে অন্যটির, সম্পর্ক নিবিড়
সারাক্ষন মিতালী, প্রেম থাকে গভীর।
মাঝি নদীর বুক চিরে, নৌকা যায় বেয়ে
নদী যেন দয়াবান, নীরবে যায় সয়ে।
পাল তুলে নৌকা যখন, দূরে ভেসে যায়
নদী যেন হারায় তার, আপন ঠিকানায়।
তারা যেন ভাই ভাই, একই স্রোতে হাড়ায়
একই সাথে আনমেন, সমুদ্রে পা বাড়ায়।
কলসি কাকে বালিকারা, পানি আনতে যায়
নদীর কূলের ঢেউ তাদের, স্বাগত জানায়।
ক্লান্ত শরীরে যে করে, নদীর জলে স্নান
সীমাহিন সস্তি পায় সে, জুড়ায় মন প্রান।
উড়ে এসে মাছ, নিয়ে যায় চিলে
নদী ছাড়া এতো মাছ, থাকেনাতো বিলে।
কত মানুষ করে স্নান, নদীর পানিতে
শান্ত মনের মানুষ আসে, নদী দেখিতে।
নদী যেমন কল্যানকর, তেমনি অকল্যানকর
নদীর স্রোতে ভেঙ্গে যায়, মানুষের বাড়িঘর।
নদী যেমন ছিল, তেমনি নদী থাকবে
নদীর পানি চির দিন, তেমনি বয়ে যাবে।

# বিপদ

এতটাই নিষ্ঠুর সে
দুঃখ বোঝে না।
আসার সময় কখনো
বলে আসেনা।
ঝড়ের মত আসে
চারিদিক ঘিরে।
দিয়ে যায় কখনো
অশ্রু চোখ ভরে।
আসার সময় কখনো
একা আসে না।
দিয়ে যায় সীমাহিন
দুঃখ বেদনা।
অদ্ভুত এক বাধা
জীবন চলার পথে।
সাফল্যে আর ব্যর্থতা
জমা তারি সাথে।
হঠাৎ করে চলে আসে
বোঝা যায় না।
অবুঝ মন তখনতো আর
প্রস্তুত থাকে না।
যে কোন মুহূর্তে সে
চলে আসতে পারে।
দিতে পারে আঘাত
সাজানো সংসারে।
প্রত্যেকের জীবনে তা
একবার হলেও আসে।
কারো জীবনে আবার
প্রতিক্ষন থাকে মিশে।
সইতে পারে তাকে কেউ
কেউ পারে না।
কারো হৃদয় ভরে যায়
ব্যথা বেদনা।
জীবন নৌকা তবু চলে
করে নিজের মত।
বাধা আর বিপত্তি
আসুক না যত।

# কুয়াশা

শিশির ভেজা অপরূপ স্নিগ্ধ সকালে
ঢেকে যায় সবই কুয়াশার আড়ালে।
কুয়াশায় চারিদিক যায় নাকো চেনা
চিরচেনা মাঠ বন্দর লাগে অচেনা।
পাতা খুলতে চায় না, নিদ্রা থেকে আঁখি
ডেকে যায় আনন্দে ভোরের মিষ্টি পাখি।
ভোরে শিশির ছোঁয়ায় ঘাস যায় ভিজে
প্রকৃতি নেয় রূপ অন্য আরেক সাজে।
শান্ত প্রকৃতিতে গায় যে অশান্ত পাখি
বাধ্যযে হয় খুলতে, মোর দুটি আঁখি।
প্রকৃতির রং হয় সাদা এলে কুয়াশা
হারিয়ে ফেলে কেউতো, পথেরও দিশা।
কুয়াশায় প্রকৃতি হয়ে যায় শীতল
ঘাসের মাঝেতে থাকে শিশিরের দল।

# জীবনের ধারা

এইতো জীবনের ধারা
সুখের পরে দুঃখের সারা।
এই ভাল মন স্মৃতিরা করে আলাপ
হঠাৎ অচেনা ঝড় মন করে খারাপ।
ভুবন কেন এমন হয়
আলোর পরে আঁধার হয়।
মানুষ কেন এমন হয়
স্বার্থের লোভে পর হয়।
জীবন নদী বয়ে চলে
আপন স্রোত ধারায়।
থামেনা মানেনা সে
আমার ইশারায়।
অবিরাম বয়ে চলে
সেই নদীর জল।
দুঃখ, সুখের ক্রমধারায়
আমি হই অচল।
হাসি কান্না, সুখ দুঃখ
এই নিয়ে জীবন।
তবু কেন বয়ে যায়
সুধু দুঃখের আবরন।
সব বাধা ঠিঙ্গিয়ে
যেতে হবে সামনে।
খুঁজতে হবে জীবনের
প্রকৃত মানে।

# পিতা মাতা ও সন্তান

গর্ভ হতে শিশু যখন
আসে পৃথিবীতে।
নিঃস্পাপ থাকে শরীর
মায়ের আঁচলেতে।
শত আশা তাকে নিয়ে
বড় হবে এক দিন।
সাফল্য বয়ে আনবে
আসবে সেই সুদিন।
তাকে নিয়ে বেড়ে যায়
পিতা মাতার কল্পনা।
উজ্জল করবে তাদের মুখ
এই শুভ কামনা।
দিনে দিনে বেড়ে যায়
শিশুর দেহ মন।
শত ভাবনা ছুঁয়ে যায়
তাকে সারাক্ষন।
কৈশর কাল পেরিয়ে
পা দেয় যৌবনে।
অসম্ভব বাজে ভাবনা
কেউ ভাবে আনমনে।
মিছে মিছি কল্পনায়
মন করে নষ্ট।
পরিশেষে নাই কিছু
পায় শুধু কষ্ট।
কেউ পয়সা রোজগার করে
কেউ করে না।
দায়িত্বের অবহেলা
বাবা-মা সয় না।
বয়স হলে ঘরে আনে
সুন্দরী বউকে।
তাকে পেয়ে পিতা মাতার
খবর নেয়না অনেকে।

স্ত্রীর ভালবাসায় কেউ
সবই ভুলে আছে।
পিতা মাতার ভালবাসা
তাহলে কি মিছে।
স্ত্রীর কথায় মায়ের সাথে
শুধু ঝগড়া করা।
বোঝেনা সে মায়ের মনে
কত যে কষ্টে ভরা।
সংসারের হিসেব করে
পয়সা জমা করা।
নানা রকম অজুহাতে
বাবা মাকে আলাদা করা।
শত কষ্ট বুকে নিয়ে
দিন যায় বাবামাদের।
সীমাহীন অভিমান বুকে নিয়েও
অভিশাপ দেয়না সন্তানদের।
পিতা মাতা শ্রেষ্ট
পিতা মাতাই মহান।
তবুতো পায়না তারা
তাঁদের প্রাপ্য সম্মান।

# ভাললাগা

ভাললাগে ঐ দূরের আকাশ
জুড়ে আছে চারিদিকে মায়াবী সুভাস।
ভাললাগে নিতে প্রতিটি নিঃশ্বাস
শিহরন জাগে পেয়ে বাতাস।
ভাললাগে ঐ ভোরের সূর্য্যদয়
চারিদিক যখন ভরে যায় আলোয়।
রোদের উজ্জল হাসি
ভাললাগে অনেক বেশি।
ভাললাগে শুনতে মেঘেদের ডাক
ভাললাগে দেখতে পাখিদের ঝাঁক।
ভাললাগে গাইতে গলাছেড়ে গান
শুনতে পাই চারিদিক সাফল্যর জয়গান।
ভাললাগে নিশিতে চাঁদ দেখিতে
ভাললাগে সন্ধ্যার প্রদীপ জালাতে।
ভাললাগে নদীর ছলাক ছলাক জল
ভাললাগে মন হয় যখন শীতল।
ভাললাগে শ্রমিকের ঘামে ভেজা জল
ভাললাগে কৃষানীর কলসের জল।
ভাললাগে মাঝির ছোট্ট তরী
ভাললাগে কঠোর সংগ্রামী নারী।
ভাললাগে জেলের মাছের জাল
ভাললাগে অবুঝ বৃক্ষের কাঠাল।
ভাললাগে ক্ষেতের মাঝদিয়ে হাটতে
ভাললাগে নীরবে বাউল গান গাইতে।
ভাললাগে করতে নদীর জলে স্নান
ভাললাগে দিতে গুরুজনকে সম্মান।
ভাললাগে বালিকার পায়ের নূপুর
ভাললাগে রাখতে দৃষ্টি বহুদুর।
ভাললাগে টিপটিপ বৃষ্টিতে ভিজতে
ভাললাগে রঙ্গিন স্বপ্ন দেখতে।
ভাললাগে পূর্নিমার চাঁদের আলো
ভাললাগে মায়াবী নিশি কালো।
ভাললাগে দিগন্তে চেয়ে থাকতে
ভাললাগে বর্ষায় মেঘ দেখতে।
ভাললাগে শিশুর মায়াবী হাসি
ভুবনের সবকিছু বড়ই ভালবাসি।

# শৈশব

শৈশবের সেই দিনে
স্বপ্ন ছিল মনে।
ভাবনা ছিল স্বাধীন
আবেগ ছিল রঙ্গিন।
গোলাপ পবিত্র যেমন
মন ছিল তেমন।
নয়নে ছিল সুখ
অধরা ছিল দুঃখ।
ভোরে মোরগের গুঞ্জন
পাতা খোলে নয়ন।
ভোরের মিষ্টি পাখি
দেখে ভরে আঁখি।
সকাল সন্ধ্যা প্রতিক্ষন
দুষ্টুমি ছিল সারাক্ষন।
মাঠ, ঘাট, পথে
আনন্দ ছিল সাথে।
ক্রিকেট আর ফুটবল
বাড়াতো মনের বল।
খেলাধুলায় পাওয়া ব্যথা
সোনাতো প্রেরনার কথা।
বন্ধু আড্ডা গানে
ফুর্তি ছিল প্রানে।
উতলা ঝাউ বন
চঞ্চল করে মন।
স্নান হতো ঘাটে
বিকেল হলেই মাঠে।
ইচ্ছে হত যখন
ঘুরতাম সবাই তখন।
চারিদিক অনেক বন্ধু
মনে ছিল প্রেমের সিন্ধু।
প্রকৃতি হৃদয়ের সাথী
অশ্রু ছিল অতিথি।

সূর্য্যের আলোর কিরন
আলোকিত করে ভুবন।
আমার ভুবনে তখন
আলো ছিল ভীষন।
পাখির ডানায় উড়তাম
জলের স্রোতে ভাসতাম।
উজ্জল তারার মত
স্বপ্ন ছিল শত।
গতি ছিল জীবনে
বিশ্বাস ছিল মনে।
ইচ্ছা হবেনা বিফল
কষ্ট হবে সফল।
সোনালী সেই দিন
পাবোনা কোন দিন।
বন্ধুত্বের মায়ার বাঁধন
স্মৃতির পাতায় এখন।

# রাত

সীমাহিন সৌন্দর্যের অধিকারি রাত
যতই মিষ্টি, থাকুক না প্রভাত।
নিশিতে আকাশে, উঠে জ্যোৎস্না
মায়াবী নিশির, নেই তুলনা।
নিশিতে ভুবনে আলো থাকে না
আঁধারে সবকিছু দেখা যায় না।
সূর্য্য যখন চলে যায়, দূর অজানায়
পৃথিবীর সব তখন, আঁধারে ডুবে যায়।
দিগন্ত জুড়ে বসে, চাঁদ, তারার মেলা
সারা নিশি করে তারা, নানা রঙ্গের খেলা।
মায়াবী চাঁদ দেখে, হৃদয় ভরে যায়
মন যেন অজানা স্বপ্নে ভেসে যায়।
মিট মিট করে জ্বলে জোনাকির দ্বীপ
প্রতি গৃহে দেখা যায় সন্ধ্যার প্রদীপ।
নিশিতে বয় যখন দক্ষিনা বাতাস
উন্মুক্ত হয় তখন মনেরই আকাশ।
রাত্রিতে দেখা যায়, আলো আঁধারের খেলা
বয়ে যায় চারিদিকে নীরবতার ভেলা।
নিশিতে চোঁখে পরে, আলো এবং আঁধার
দিনে শুধু আলো, যায় না দেখা আঁধার।
সুন্দর এই নিশি, থাকবে না চিরদিন
ধ্বংস হবে নিশি, অবশ্যই একদিন।

# আদম ও দুনিয়ার

এই যে দেখছো পৃথিবী
ছিলনা তা একদিন।
ধ্বংস হবে সবই
আসবে সেই দুর্দিন।
আল্লাহ ছিল একা
ছিলনা তখন ফেরেস্তাও।
চন্দ্র, সূর্য্য ছিলনা
ছিলনা কোন মানুষও।
বিধাতা নিজের ইচ্ছাতে
সৃষ্টি করলেন ফেরেস্তা।
তিনিই আবার করে দিলেন
তাঁদের সকল ব্যবস্থা।
বিধির মনে ইচ্ছা জাগলো
সৃষ্টি করবেন মানুষ।
তাঁকে যেন ইবাদত করে
সেই সকল মানুষ।
তৈরী করলেন মানুষ
উপাদান দিয়ে মাটি।
ফেরেস্তারা বলতে লাগলো
হবে তো সে খাঁটি?
বললেন আল্লাহ্ খাঁটি সে
সে সৃষ্টির সেরা।
সিজদা করো তাকে
কাছে গিয়ে তোমরা?
অহংকারী সরদার ফেরেস্তা বললো
নূরের তৈরী দেহ মোর।
ওকে কি সিজদা করবো
সামান্য মাটির দেহ ওর?
অহংকারীকে বিধাতা
নাহি পছন্দ করেন।
তারি জন্যে ফেরেস্তাটিকে
জাহান্নামের পথ দেখালেন।

ফেরেস্তাটি অনুমতি চাইলো
থাকবে মানুষের সাথে।
নিয়ে যাবে মানুষকে
তারি দুষ্ট পথে।
অনুমতি দিয়ে বললেন আল্লাহ্
মানুষ শ্রেষ্ট ও উত্তম।
পারলে নে তোর পথে
যদি থাকে সক্ষম?
বেহেস্তে আদম সুখের সাথে
বসবাস করতে লাগলো।
শয়তান নষ্ট পথে নেওয়ার
চেষ্টা করতে লাগলো।
ভুলে করিয়ে শয়তান তাঁদের
নিষিদ্ধ ফল খাওয়ালো।
মানুষের লজ্জাস্থানের
রাস্তাটাও খুলে গেলো।
ফেরেস্তারা দ্রুত গিয়ে
আল্লাহ্কে বলল।
বিরক্ত হয়ে আল্লাহ্ মানুষকে
দুনিয়াতে পাঠালো।
সেই থেকে মানুষেরা
দুনিয়াতে থাকতে লাগলো।
দিনে দিনে বহু মানুষের
পৃথিবীতে জন্ম হলো।

# বৃষ্টি

বৃষ্টি এলেই বেঝে উঠে
রিম ঝিম শব্দ।
বৃষ্টির শব্দে মন আনন্দে
হৃদয় হয় স্তব্দ।
বৃষ্টির মায়বী টিপ টিপ সুর
মনে ঢেউ জাগায়।
বিষাদময় সকল স্মৃতি
গহীন বনে পালায়।
বৃষ্টির সুর নিয়ে আসে
নতুন সুখের বার্তা।
গায়ক হয় বৃষ্টি
আমি হই শ্রোতো।
বৃষ্টির মাত্রা বেশি হলে
বর্ষা এসে যায়।
কত কিছু বর্ষার
পানিতে ভেসে যায়।
মেঘ ভাসে আকাশে
হঠাৎ নামে বৃষ্টি।
চমৎকার এই দৃশ্য
কেরে নেয় দৃষ্টি।
বৃষ্টি ভেজা আকাশে
মেঘ ডাকা গর্জন।
ব্যস্ত মাঠ পথ
হয়ে যায় নির্জন।
বৃষ্টি শেষে চারিদিকে
থাকে শীতল বাতাশ।
তার ছোঁয়ায় অবুঝ মন
হয়ে যায় উদাস।

## কবি পরিচিতি

মোঃ রাসেল খন্দকার

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ সালে নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার বিলশরন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম- মোঃ আঃ রশিদ খন্দকার এবং মাতার নাম- মোসাম্মাৎ শাহানাজ খন্দকার।

তিনি ২০১০ সালে বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় ডেমরা, ঢাকা থেকে এস,এস,সি পাশ করেন। তিনি বর্তমানে নরসিংদীর মাধবদীতে, মাধবদী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট-এ ৩য় বর্ষে অধ্যায়নরত ছাত্র। স্কুল জীবন থেকেই কবি গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও ছড়া ইত্যাদি লেখালেখির সাথে জড়িত। 'মেহেরবান' কাব্যগ্রন্থটি কবির জীবনের প্রথম বই। সকলকে নতুন কিছু দেওয়াই কবির প্রত্যাশা। আমি তাঁর জীবনের সর্বদিক থেকে সাফল্য কামনা করছি।

e-mail : mdraselkhandaker20@gmail.com

— প্রকাশক

**Athoye Prokash**
36 Banglabazar (1st floor), Dhaka-1100
e-mail : athoyeprokash@gmail.com
web : www.athoyeprokash.webs.com

ISBN : 978-984-90083-0-1